একলাখ দশ হাজার বাংলাদেশী ইতালী অভিবাসন কর্মীদের ভাগ্য নির্ধারনে ও ইতালীর ভিসা প্রাপ্তির লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে ইতালীর প্রধানমন্ত্রীর সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার আসু সমাধানের জন্য আপনার হস্তক্ষেপ কামনা।

EXPATRIATES DEVELOPMENT SOCIETY OF BANGLADESH
<edsb@italbangla.net>

9/8/2024 - 12:24 am

To: pcord@pmo.gov.bd , cab_secy@cabinet.gov.bd

Bcc: minister@mofa.gov.bd , secretary@mofa.gov.bd , minister@mha.gov.bd , secretary@mha.gov.bd **(11 more)**

1 attachment (943.2 kB)

বরাবর প্রধান উপদে....pdf

বরাবর

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ ইউনুস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

c/o সচিব **ইমেইল :** pcord@pmo.gov.bd
c/o সচিব cab_secy@cabinet.gov.bd

জনাব ,

যথাবিহিত সম্মানপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, ইতালী সরকারের ঘোষিত ইমিগ্রেশন ডিক্রি ২০২৩-২০২৪-২০২৫ তিন বছরের নির্ধারিত বিদেশী কর্মীদের আইনী প্রবেশের প্রবাহের পরিকল্পনায় প্রদত্ব মোট ৪৫২.০০০ কোটার অধিনে ২০২৩-২০২৪ সালের ইতালীয় মালিকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রায় ১১০.০০০ **(প্রায় একলাখ দশ হাজার)** বাংলাদেশী কর্মীদের **ওয়ার্ক পারমিট ভিসা তথা N.O.C. অথবা Nulla Osta** প্রদান করে যা মুলত ইতালী সরকারের সাথে ইমিগ্রশন সহযোগীতা চুক্তির **আওতাভুক্ত ৩৭ টি দেশের জন্য প্রদত্ত মোট কোটার** (২০২৩ সালে জন্য ১৩৬.০০০ এবং ২০২৪ সালে প্রদত্ত ১৫১.০০ মোট ২৮৭.০০০) **একক ভাবে বাংলাদেশীদের প্রাপ্ত ওয়ার্ক পারমিটের পরিমান প্রায় ৪০%।**

- Italy labor ministry link: https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/flussi-2023-2025-pubblicato-il-decreto-da-450mila-ingressi

- **ওয়ার্ক পারমিট** অধিনে ২০২৩-২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর হতে আগষ্ট একবছরে প্রায় **এক লাখ দশ হাজার ইতালী অভিবাসী কর্মী** ভিসার আবেদন ইতালীয়ান দূতাবাসের ভিসা প্রসেসিং সেন্টার তথা VFS GLOBAL ITALY এর মাধ্যমে আবদন জমা করা হয়। **সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্জন্ত প্রায় একলাখ দশ হাজার**

বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীবৃন্দ ইতালী সরকার প্রদত্ত ওয়ার্ক পারমিট ভিসা আবেদন জমা দেওয়ার পরে ১২-১৪ মাস যাবৎ ভিসা ডেলিভারি দেয়া হচ্ছে না।

· ২০২৩-২০২৫ সালে ওয়ার্ক ভিসা নীতির অধিনে ইতালীয় আইনে বলা হয়েছে আবেদন জমার জমার ৩০ দিনের মধ্যে ভিসা প্রদান করা হবে। সর্বচ্চো ৯০ দিনের মধ্যে দূতাবাস ভিসার আবেদন নিশপত্তি করবেন। অবশ্য যদি দূতাবাস তার ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের জন্য প্রয়োজন মনে করলে এই সময় সীমা লঙ্ঘিত হতে পারে।এমনকি যদি এমন কোন বিষয়ে অবহিত হন যার কারনে ভিসা প্রদান করা যাবে না সে ক্ষেত্রে তা বাতিল করতে পারবেন।

Italy Foreign ministry link::
https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/termini_rilascio_visti/

· ইতালি হতে সরকার কর্তৃক কাজের জন্য ভিসার অনুমতি (N.O.C. বা Nulla Osta) প্রদানের পরেও **গত ছয় মাস হতে বারো মাসের মধ্যে ভিসা আবেদন জমা করার এপায়েন্টমেন্ট পাওয়া যায় না।** অথচ কাজের জন্য ভিসার অনুমতি প্রদানের ৬ মাসের মধ্যে সেই

অনুমতির বিপরিতে ভিসা গ্রহনের বাধ্য বাধকতা রয়েছে এবং **ছয় মাস পরে সেই অনুমতির মেয়াদ উত্তর্ন হয়ে গেলে তা বাতিল বলে গন্য হবে।।**

· বাংলাদেশে ইতালী দূতাবাসের বরাত দিয়ে সাপ্রতিক কালে ইতালীর **প্রধান মন্ত্রী জরজা মেলনী** অভিযোগ করেছেন যে ইতালীয়োন একশ্রেনির দুর্নিবাজ সিন্ডিকেটের সাথে যোগ সাজসে বাংলাদেশের একশ্রেনির দালাল যারা বাংলাদেশের অভিবাসী কর্মীদের **হতে প্রায় ১৫ হাজার ইউরোর বিনিময়ে ইতালীর ওয়ার্ক পারমিট বিক্রি** করে ইতালীতে পৌথে দেয়ার কাজ করছে। ইতালীতে সরকারের তদন্ত বিভাগে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য তিনি আবেদন করেছে। ফলে বাংলাদেশের সকল অভিবাসী কর্মীদের বিরুদ্ধে ডালাও ভাবে ভিসা প্রদান স্থগিত রয়েছে।

https://www.channelionline.com/italian-worker-visa-is-sold-in-bangladesh-for-18-lakh-taka/

· ইউরোপে ইতালীর মত একটি ধনী দেশ বাংলাদেশের একজন নাগরিকের জন্য স্বপ্নের দেশ। একজন বাংলাদেশী বৈধ বা অবৈধ বাছ বিচার না করে যে কোন মুল্যে ইতালী যাবার জন্য চেষ্টা করে। **ইতালীর কাজের স্পনসর এর মাধ্যমে বাংলাদেশ হতে বিগত কয়েক বছরে কয়েক লাখ কর্মী ইতালীতে যাওয়ার কারনে বাংলাদেশের কর্মীদের মধ্যে যে কোন মুল্যে ইতালী যাবার একটা প্রতিযোগীতা রয়েছে।** যার ফলোশ্রুতিতে আমরা প্রতিমাসেই অবৈধ ভাবে ইতালীতে যাবার চেষ্টা কালে ভুমধ্য সাগরে ডুবে মারা যাবার খবর পাই।

· **২০০৩ সালে শুরু হয়ে ২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকারে অসহযোগীতার জন্য একতরফা ভাবে ইতালী শ্রম বাজারে বাংলাদেশ দের ভিসা বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ ৮ বছর পর ২০২০ সালে বাংলাদেশ হতে ইতালীতে অবৈধ ইমিগ্রেশন প্রতিরোধে ইতালী ও বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সহযোগীতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরে** পুনরায় ইতালীর স্পনসর সিসটেম তথা ইতালী সরকারের ঘোষিত ইমিগ্রেশন ডিক্রি এর আওতায় বাংলাদেশী শ্রমিকদেরে ইতালীতে ওয়ার্ক ভিসার সুযোগ খুলে দেয় হয়।।

· কভিড এর পর ২০২১ সাল হতে পুনরায় বাংলাদেশ হতে কর্মীরা ইতালী যাওয়া শুরু করে। সরকারের নিয়ন্ত্রন না থাকায় ব্যাক্তি উদ্দ্যেগে ২০২২-২০২৩-২০২৪ সালে ইতালীতে শুধু মাত্র বাংলাদেশীদের প্রায় ৬০০.০০০ আবেদন রেজিষ্টা করা হয়ে। যার মধ্য হতে প্রায় এক লাখের অধিক আবেদন অনুমোদন করা হয়েছে বলে ধারনা করা হচ্চে।

অবশ্যই এইর মধ্যে উল্লেখ্য যোগ্য সংখ্যাক **ফেক ওয়ার্ক পারমিট** আছে ফলে মুলত ভিসা প্রদানের প্রকিয়াটি ঢাকাস্থ ইতালীয়ান দূতাবাসের জন্য একটি দুরহ পরিস্থিতি সৃস্টি করেছে।

· **ঢাকাস্থ ইতালীয়ান দূতাবাসের ভাষ্য মোতাবেক তাদের প্রতিদিন তাদের ভিসা প্রসেসিং এর সক্ষমতা প্রতিদিন গড়ে ১০০টি। মাসে ২৫০০ টি। বছরে ৩০.০০০ আবেদন প্রসেস করতে পারে। বর্তমানে প্রায় একলাখ দশ হাজার ভিসা আবেদন প্রসেসিং করতে ১১০০ কর্ম দিবস দরকার যা প্রায় ৪ বছর প্রয়োজন।**

এমত অবস্থায় আগামী ২/৩ মাসের মধ্যে এই সমস্য সমাধান করতে হলে ইতালীয়ান দুতবাসে ঢাকায় তাদের জনবল ১০ গুন সক্ষমতা বাড়াতে হবে। অর্থাৎ ইতালী পররাষ্ট্র মন্ত্রনায় তার ঢাকা দূতবাসে ১০ গুন জনবল প্রেরন করতে হবে। বিষয়টি গত এক বছর যাবত ইতালী সরকারের সিদ্ধান্ত হীনতায় ঝুলে আছে যা অত্যান্ত জরুরী ভিত্তিতে সমাধান প্রয়েজেন।

বাংলাদেশে ইতালী সরকারের ঢাকাস্থ দূতাবাসে শ্রম ভিসা ছাড়াও ফ্যামিলী রিইউনিয়ন ভিসা, টুরিষ্ট ভিসা ও বিজনেস ভিসার ক্রমবর্ধমান চাপ রয়েছে। সেই তুলনায় তাদের জনবল খুবই কম। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ইতালীর সরকারের কাছে তাদের জনবল বৃদ্ধির সুনির্দষ্ট অনুরোধ করলে বাংলাদেশে ভিসা প্রসেসিং ও ডেলিভারী প্রদানে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশের ভিসা প্রার্থীদের মাসের পর মাস অপেক্ষার সমাধান হবে।

আমরা আপনার

সদয় বিবেচনার লক্ষ্যে উপস্থান করছি যে, ইতালী সরকার এবং ইতালীয়ান দূতবাস বাংলাদেশের জনগনের প্রতি অত্যান্ত সহনুভতিশীল এবং ইতালীতে বাংলাদেশীদের বিশাল সুযোগ রয়েছে।

বর্তমানে ঢাকায় সৃস্ট সমস্যাটি সমাধানে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ ভুমিকা রয়েছে। এই সমস্যাটির একটি রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন।

২০২৩-২০২৪ সালের ইতালী সরকারের প্রদত্ব একলাখ দশ হাজারের ওয়ার্ক পারমিট এর বিপরিতে অভিবাসন কর্মীদের দ্রুত ভিসা প্রাপ্তির লক্ষ্যে **ইতালী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী পর্জায়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে আপনার আসু হস্তক্ষেপ কামনা করছি।**

বিনীত নিবেদনে।
শাহ মোহাম্মদ তাইফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক

বাংলাদেশ সরকার সংস্লিস্ট মন্ত্রনালয়ের অবগতির ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরন:

মাননীয় উপদেষ্টা

জনাব মো. তৌহিদ হোসেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ইমেইল: minister@mofa.gov.bd

c/o সচিব ইমেইল: secretary@mofa.gov.bd

মাননীয় উপদেষ্টা

স্বরাস্ট্র মন্ত্রণালয় জাহাঙ্গির আলম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ইমেইল: minister@mha.gov.bd

c/o সচিব ইমেইল: secretary@mha.gov.bd

বরাবর

মাননীয় উপদেষ্টা